42

তারিখ 09 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

ধারাবাহিক ■ ৩

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

১৯৮৩ সালে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সাবেক উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবে কলুষিত হতে শুরু করে।
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে গতিহীন ও অচল হয়ে পড়ায় সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, সাবেক

আবদুল আজিজ চৌধুরী

উপজেলা পরিষদের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে' সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন '৮৪ নামে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এরও কিছুদিন পরে অব্যবস্থা, অরাজকতা ও গতিহীনতার কবলে আক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে সক্রিয়, গতিশীল ও কর্মতৎপর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এগুলো ছিল (ক) ৫৪ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং করা। মাসিক পরিদর্শন প্রতিবেদন অধিদফতরে নিয়মিতভাবে প্রেরণের জন্য জারি করা হয় নির্দেশ।
(গ) শিশু তালিকা সঠিকভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে থানা ও জেলা পর্যায়ের বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(ঘ) মাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে দাখিলের জন্য সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(ঙ) ফলপ্রসূভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অফিস পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(চ) পরিদর্শন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারদের জন্য প্রয়োজনীয় ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বস্তরে অর্থাৎ বিদ্যালয়, উপজেলা/থানা ও জেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(জ) জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে 'শিক্ষা পক্ষ পালনে'র মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি।
(ঝ) সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও থানা শিক্ষা অফিসারের বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অধিদফতর কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
(ঞ) সর্বোপরি প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে আইডিএ ও জাতীয় প্রকল্প নামে দু'টি ধারাকে একীভূত করে একটি মাত্র ধারায়, অর্থাৎ জাতীয় প্রকল্পের অধীনে দ্বিতীয় সর্বজনীন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।
এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৮৫ সাল থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বস্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮৫-৯০) দ্বিতীয় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অর্থাৎ ১৯৯০ সালে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ৭০% স্কুলগমনোপযোগী বয়সের শিশুর পরিবর্তে ৭৫% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডির মধ্যে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮৫-৯০) দ্বিতীয় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুসৃত সাফল্যের পথ পরিহার করে স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজিতে পুনরায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৯০-৯৫) সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভ্রান্ত-ব্যর্থতার পথকে অনুসরণ করা হচ্ছে। একটি জাতীয় প্রকল্পের আওতায় একটি একক ধারা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিভিন্ন ধারার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যালয়ের উর্ধতন পদে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাবিহীন কর্মকর্তা নিয়োগ করে পুনরায় সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই বর্তমান সরকার কর্তৃক আগামী '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা', অর্থাৎ সর্বজনীন ও বাধ্যতামুক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পথে বর্তমানে বিরাজমান অন্তরায় বা, বাধা দূরীকরণের উপায় কি হতে পারে, তা নির্দেশ করা প্রয়োজন। আর তা হলেই এ প্রকল্প সাফল্য অর্জন করতে পারে।